মুক্তিযুদ্ধ কি ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ার হয়েই থাকবে

বীরাঙ্গনারা ইচ্ছাতে হোক কিংবা অনিচ্ছাতে হোক, নিজের জন্যই এ বিশেষণকে আপন করে নিয়েছে কিংবা নেয়। কিন্তু বীরাঙ্গনারা? দেশমাতৃকার জন্যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লাখ বাঙালির আত্মত্যাগের সুমহান অবদানের পাশাপাশি বীরাঙ্গনাদের আত্মত্যাগও কি সমান মর্যাদার নয়? মুক্তির সংগ্রামে এসব অদম্য নারী কেবল স্বাধীনতার ক্ষুধায় জীবন-যৌবনকে গৌণ বিষয় জ্ঞান করতে পেরেছেন। ক'জন পারে! ক'জনইবা পেরেছে? স্বাধীনতা তো সোনার হরিণ হয়ে থাকেনি। ন'মাস পর বিজয় হয়েছে, এই ভূখন্ডের জনমানবের, যারা মরণপণ লড়াইয়ে শহীদ হয়েছেন, বেঁচে থেকে বীর হয়েছেন। বীরাঙ্গনা হয়েছেন। তিরিশ লাখ শহীদের এদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে মাত্র দু'জন স্বীকৃত বীরাঙ্গনার খোঁজ পেয়েছে জাতি! তবে কি মাত্র দু'জন নারী...! তা কী করে হয়! তারা ছিলেন, তারা আছেন এদেশেরই কোনো না কোনো স্থানে নীরবে নিঃশব্দে এবং সব সত্যকে গোপন করেই। কেন এ গোপন করা? উত্তর কিছুই নেই। বীরাঙ্গনা! নাম শুনলেই আমাদের ধর্মীয় অন্ধত্ব নাউজুবিল্লাহ পড়ায়। তাদের নাম শুনে নাসিকা কুঞ্চিত করি, এই আমরাই। কীভাব তারা বেরিয়ে আসবেন আমাদের দরবারে? আমরা তো তাদেরকে আমাদের মা, বোন, স্বজনদের স্থানে কল্পনা করি না। করলে কি এমন হয়? বীর মুক্তিযোদ্ধারা এখন ভিক্ষা করেন, মানবেতর জীবন যাপন করেন, ধুঁকে ধুঁকে মরেন। কে তাদের দেখছে? আমার সংগঠন একটা স্মরণিকা বের করেছিলো (সম্ভবত) ১৯৯৩-এর বিজয় দিবসে। আমাদেরই পাশের ৪ নং ধূম ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা আলী আহমদের

মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবী, বীরাঙ্গানাদের সাহসিকতায় আমরা

মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি কিন্তু বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগে, বীরাঙ্গনাদের সাহসিকতায় শিহরিত হই। স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতিই যে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছে তা ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার তেত্রিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘ রিপোর্টেই বলা হয়েছে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্বের ইতিহাসে যে সমস্ত গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে স্বল্পতম সময়ে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের গণহত্যায়। অথচ স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজকের প্রজন্মের কাছে অস্বচ্ছ। আবার যাদের দায়িত্ব ছিল পরিষ্কার করে দেবার, তারাও কি সে দায়িত্ব পাল করেছেন? দেশে যখন যে ক্ষমতায় এসেছে মুক্তিযুদ্ধকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যেন সমগ্র জাতির নয়, তাদের একার ফসল। আসলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কেউই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেননি। পারেনি আমাদের প্রজন্মকে সঠিকভাবে বোঝাতে। তাইতো আমাদের প্রজন্মের অনেকেই বলে– ভালো লাগে না সারাক্ষণ মুক্তিযুদ্ধ, কে স্বাধীনতার ঘোষক আর কে ঘোষক নয়, কার নেতা যুদ্ধে বড় ছিল এসব তর্ক বির্তক শুনতে। অথচ সেই দীর্ঘ নয় মাসে দলমত নির্বিশেষে কোনো রাজনৈতিক দলের অনুগত হয়ে নয়, দেশকে ভালোবেসেই

ভালো লাগে না সারাক্ষণ মুক্তিযুদ্ধ, কে স্বাধীনতার ঘোষক আর কে ঘোষক নয়, কার নেতা যুদ্ধে বড় ছিল এসব তর্ক বির্তক শুনতে। অথচ সেই দীর্ঘ নয় মাসে দলমত নির্বিশেষে কোনো রাজনৈতিক দলের অনুগত হয়ে নয়, দেশকে ভালোবেসেই তো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল

করুণ কাহিনী ছেপেছিলাম। আলী আহমদ এখনো রিকশা চালান। দান-অনুদান কিছুই পান না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠনগুলো আলী আহমদের খবরই রাখে না। কারণ আলী আহমদ আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি করেন না। 'আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র প্রচলিত রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধটাকে প্রাধান্য দেয়া হয় কৃত্রিমভাবে'– বলেছিলেন আলী আহমদ। সারা বাংলাদেশে এরকম আলী আহমদরা অনেক, অজস্র, অসংখ্য। বীর মুক্তিযোদ্ধারা বঞ্চিত, অবহেলিত দিন গুজরান করছেন যুগে যুগে। সরকারগুলো মুক্তিযুদ্ধের প্রতি, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অতি প্রেম দেখিয়ে দারুণ প্রহসনের জন্ম দিচ্ছে। কাকে দোষারোপ করবেন তারা, কার কাছে বিচার চাইবেন তারা। ক্ষমতার জন্য সবাই অন্ধ। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধাদের জগাখিচুড়ি বানিয়ে ছেড়েছে। যারা আওয়ামী লীগ করে তারাই মুক্তিযোদ্ধা যারা করে না তারা রাজাকার! স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে তুমুল বিতর্ক আজো। তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম কী শিখবে? কী জানবে? আমাদের দেশমাতৃকার বীর মুক্তিযোদ্ধারা একাত্তরের নয় মাস মুক্তির

অবাক হয়ে যাই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া আজও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার, বীরাঙ্গনারা এক মুঠো ভাতের জন্য, চিকিৎসার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন

সৈনিক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। এখন? কতো নাম কতো সংগঠনে বিভক্ত তারা। তারা যদি একমঞ্চে।চ আসতে না পারেন পরবর্তী প্রজন্ম বিকৃত ইতিহাস ছাড়া আর কী জানবে? এদেশ, জাতির মনে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা, আবেগ অনেক অনেক। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক কাহিনী জানার জন্য উদ্‌গ্রীব সবাই। কারা জানাবে এসব? আওয়ামী লীগের রচিত কাহিনীতে অন্যদলের প্রতি বিদ্বেষ। বিএনপি'র রচিত কাহিনীতেও তাই। অথচ দু'দলের মাঝেই অজস্র মুক্তিযোদ্ধা এখনো কিলবিল করছেন। মুক্তিযোদ্ধারা এক মঞ্চে না আসার কারণেই সার দেশে অজস্র আলী আহমদ নীরবে দিনাতিপাত করছেন। অজস্র তারামন বিবি হতাশায় জীবন কাটাচ্ছেন। বঞ্চিত হচ্ছেন প্রাপ্য অধিকার থেকে।

মুক্তির সংগ্রাম সম্পৃক্ত দিনগুলোতে আমাদের সরকার প্রধানরা, রাজনীতিবিদরা স্মৃতিসৌধে যান। ভালোই। অবহেলিত, বঞ্চিত, ক্ষুর্ধাত , নির্যাতিত নিষ্পেষিত অরাজনৈতিক এসব মুক্তিযাদ্ধার তালাশ কেউ কখনো করেছেন কি? 'মুক্তিযুদ্ধের একক দাবিদার আওয়ামী লীগ' সরকারে থাকাবস্থায় জাতীয় দিবসগুলোতে ক'বার গেছেন তারামন বিবিকে শ্রদ্ধা জানাতে? আমি তো মনে করি স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাবার আগে দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এসব মুক্তিযোদ্ধাকে শ্রদ্ধা জানানো উচিত। আত্মপরিচয় গোপন করে রাখা বীরাঙ্গনাদেরই জাতীয় দিবসে প্রথম শ্রদ্ধা জানানো উচিত। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মাথা থেকে নিছক রাজনৈতিক হীনতা, শঠতা কখন দূর হবে? মুক্তিযুদ্ধের কাহিনীতে নিছক রাজনৈতিক স্বার্থের উপস্থিতি কি কখনো দূর হবে না? মুক্তিযুদ্ধ কি তবে ক্ষমতার্জনের হাতিয়ার হয়েই থাকবে আজীবন? রাজনৈতিক স্বার্থের কাছে কি মুক্তিযুদ্ধের নিরপেক্ষ কাহিনী পরাজিত থেকে যাবে? একাত্তর পরবর্তী প্রজন্মকে তবে কি মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে দেয়া হবে না? দলমত নির্বিশেষে সব মুক্তিযোদ্ধার কাছে এ প্রশ্ন।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ
বারইয়ারহাট, মীরসরাই
চট্টগ্রাম-৪৩২৬

তো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অস্ত্র হাতে বা নীরবে নির্যাতন সহ্য করে যে যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল সবাই আমাদের কাছে সমান। মহান মুক্তিযুদ্ধকে পুঁজি করে যারা যেভাবেই ফায়দা লোটার চেষ্টা করুক না কেন, আমরা বুঝেছি মুক্তিযুদ্ধ কোনো রাজনৈতিক অংশের নয়, নয় কোনো একক গোষ্ঠীর।

আব্বার কাছে শুনেছি, যুদ্ধ পরবর্তীতে ফেঞ্চুগঞ্জ সর কারখানায় যুদ্ধপরাধীদের বেঁধে জনসম্মুখে জুতা পেটা করেছিল। কিন্তু এতেই কি তাদের বিচার শেষ হয়ে যায়? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আমাদের রাজনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবীরা কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনছেন না। উল্টো কেউ বিরোধিতা করলে তাকে বিপক্ষ শক্তি বলছেন। স্বাধীনতার এত বছর পর যখন মুক্তিযুদ্ধকে দলীয় কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছে– টানাটানি করছে, এমনকি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় কে পক্ষ আর কে বিপক্ষ শক্তি ছিল তা নিয়ে তর্ক-বির্তক করছেন এসব দেখে আমরা হাসি। কারণ নিশ্চিত বিপক্ষ শক্তি জেনেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার তো দূরের কথা বরং তাদের হাত ধরেই স্বাধীন বাংলাদেশ একেক সময় শাসিত হচ্ছে।

মহান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, পরাধীনতার গ্লানি, শৃঙ্খল ও শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে। তবে অবাক হয়ে যাই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া আজও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার, বীরাঙ্গনারা এক মুঠো ভাতের জন্য, চিকিৎসার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। সন্ত্রাসের ভয়ে জনগণ ভীত, এমনকি স্বাধীন দেশের মেয়েরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারছে না। কারো জীবনে নেই এতটুকু নিরাপত্তা। তখন মনে হয় এর জন্যই কি আমাদের পূর্ব প্রজন্মরা স্বাধীনতা চেয়েছিলেন?

সাহিদা শিপু
নতুন বিল্ডিং, গ্রাম-বাক্ষণকির্ত্তা
পোঃ ব্রাক্ষণকির্ত্তা
থানা- কেরানীগঞ্জ, জেলা-ঢাকা

একাত্তর নিয়ে আপনিও লিখুন

একাত্তর এবং আজকের প্রজন্ম

বিভাগে আমরা পাঠকের কাছ থেকে অনেক লেখা পেয়েছি। প্রতিদিনই আমাদের ডেস্কে জমা পড়ছে নতুন নতুন লেখা। এ বিভাগে আপনিও লিখুন আপনার অনুভূতির কথা ...

যারা '৭১ সালের পর জন্মেছেন তারাই লিখবেন। লেখা এক পাতায় লিখতে হবে। ৩৫০ শব্দের মধ্যে থাকলেই ভালো হয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
একাত্তর এবং আজকের প্রজন্ম
সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৭ নিউ ইস্কাটন রোড
ঢাকা-১০০০

একাত্তর নিয়ে আপনিও লিখুন

মুক্তিযুদ্ধ উদাস বাউল বা উদভ্রান্ত পথিক নয়। সে জন্য একটি প্রশ্ন ওঠে— নতুন প্রজন্ম বুঝতে পারে কি? মুক্তিযোদ্ধাদের জেনারেশনের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে যে রাজনৈতিক বিভাজন আছে, তারা নতুন প্রজন্মের ভেতরও নিজ ধারণা শেখাতে চায়। আসলে '৭১ সালকে নতুন প্রজন্ম তাদের মতো করেই দেখে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাদের দেখায় দলীয় বিভাজন প্রাধান্য পায় কি? মুক্তিযুদ্ধ আমাদের পরিচয়, ইতিহাসের চালিকাশক্তি, শক্তির মুক্ত ধারা। '৭১ দলীয় রাজনীতির কাছে জিম্মি নয়, নয় রাজাকারদের নতুন অভিধান। নতুন প্রজন্ম দুজন গত বিজয় দিবস সংখ্যায় দুটো লেখা লিখেছিল। আমরা চাচ্ছি নতুন প্রজন্ম নিজেরাই বলুক তাদের ধারণা, বিশ্বাসের কথা নিজের মতো করেই। আমরা ছাপবো প্রতি সংখ্যায়। ছাপা হওয়া প্রতিটি লেখার জন্য লেখক পাবেন ২০০ টাকার প্রাইজবন্ড। যারা '৭১ সালের পর জন্মেছেন তারাই লিখবেন। লেখা এক পাতায় লিখতে হবে। ৩৫০ শব্দের মধ্যে থাকলেই ভালো হয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

একাত্তর এবং আজকের প্রজন্ম

সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০